দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...18 JUL 2005...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

রাজধানীর স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ এইডস আক্রান্ত নয়

১৫টি স্কুলের জরিপ রিপোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানী ঢাকার বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত কোন ছাত্র-ছাত্রীর এইচআইভি/এইডস নেই। ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় 'লাইফ' নামের একটি এনজিও ১৫টি বিদ্যালয় ও ৪টি সাইবার ক্যাফেতে জরিপ চালিয়ে গতকাল (রবিবার) এই তথ্য প্রকাশ করেছে। বাংলা মিডিয়ামের ১৩টি এবং ইংরেজী মিডিয়ামের ৩টি বিদ্যালয়ের ১১০৯ জনের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৮৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রী, ১২৮ জন অভিভাবক এবং ১১৮ জন শিক্ষককে জরিপের আওতায় আনা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬৩৬ জন বাংলা মিডিয়ামের এবং ২১৭ জন ইংরেজী মিডিয়ামের। মোট ৪৫৩ জন ছাত্র এবং ৪১০ জন ছাত্রী, যার মধ্যে ৮ম শ্রেণীর ৩০৬ জন, ৯ম শ্রেণীর ২১৮ জন এবং ১০ম শ্রেণীর ৩৩৯ জন। শতকরা ৮২ দশমিক ২ ভাগই এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ধারণা অর্জন করেছে এবং মাত্র শতকরা ২.৩ ভাগ এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে এনজিও কর্মসূচী থেকে। অথচ, বিদেশী সংস্থাগুলো ও দাতারা বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের প্রধান মাধ্যম মনে করে এই এনজিওদেরকে। বিদ্যালয়ের বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রী এইচআইভি/এইডস বিষয়ে আলোচনার গভীরে যেতে লজ্জাবোধ করেছে। কিন্তু এনজিও পরিচালিত এই জরিপে দাবী করা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের এই ৮৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৮ দশমিক ৩ ভাগ যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে দৈহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত এই রিপোর্টের সমালোচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে বলেছে যে, বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যৌনতায় উদ্বুদ্ধ করা বা এদিকে উৎসাহিত করার একটি সুদূরপ্রসারী মিশন নিয়েই দাতাগোষ্ঠীর দিকনির্দেশনা মতে এনজিওরা এ ধরনের বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে। একাধিক অভিভাবক মনে করেন যে, জরিপ চালানোর নামে বাংলাদেশে যৌনাচারকে উৎসাহিত করা, মদদ দেয়া এবং এদেশের ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক যে বন্ধন আর শত বছরের রেওয়াজ আছে তাকে ভেঙ্গে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এদেশে ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক যে অনুশাসন রয়েছে তা উঠিয়ে দিতে পারলেই এইচআইভি/এইডস সহজেই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এনজিওরা সহজে আর্থিক ব্যবসা চালিয়ে যেতে দাতা গোষ্ঠী ও বিদেশী সংস্থার এই মিশন বাস্তবায়নে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের অভিযোগ।